কোরআন ও হাদিসের আলোকে এতিম প্রতিপালন
]bengali বাংলা - - البنغالية]

মুহাম্মদ ওসমান গনি

সম্পাদানা: ইকবাল হোছাইন মাছুম

2011 - 1432

كفالة الأيتام في ضوء القرآن والسنة

« باللغة البنغالية »

محمد عثمان غني

مراجعة: إقبال حسين معصوم

2011 - 1432

IslamHouse.com

কোরআন ও হাদিসের আলোকে

এতিম প্রতিপালন
ভূমিকা
সকল প্রশংসা সেই মহান করুণাময় আল্লাহ তাআলার যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। মহা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরুদ ও সালাম।
ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের নাম, যা পূর্ণরূপে ইসলামি মূলনীতি, চিন্তা-চেতনা ও দ্বীনের দৃষ্টান্তমূলক নমুনার উপর ভিত্তিশীল, যার মাধ্যে দুনিয়া ও আখিরাত, আসমান ও জমিন, শাসক ও শাসিত, নারী ও পুরুষ, গরিব ও ধনী এবং বংশ ও সমাজের যাবতীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সামাজিক জীবনে ছোট-বড় সব বিষয় এবং যাবতীয় আইন-কানুনের উৎস একমাত্র ইসলামি শরিয়ত।
এতিম সমাজেরই একজন। সে ছোট অবস্থায় তার বাবাকে হারিয়েছে, হারিয়েছে তার রক্ষণাবেক্ষণকারী ও পথ প্রদর্শনকারীকে। এজন্য তার বিশেষ প্রয়োজন এমন একজন ব্যক্তির যে তার খরচ যোগাবে, দেখাশুনা করবে, তার সাথে ভাল ব্যবহার করবে, তাকে নসিহত করবে, উপদেশ দিবে এবং সৎপথ প্রদর্শন করবে। যাতে সে মানুষের মত মানুষ হতে পারে, পরিবারের জন্য কল্যাণকর কর্মী এবং সামাজের জন্য দরদী ও উপকারী হতে পারে। আর যদি এতিমের প্রতি অবহেলা করা হয়। দায়িত্ব না নিয়ে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হয়। তার যদি কোনো পথ প্রদর্শক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী না থাকে, তাহলে সে বিপথগামী হয়ে যেতে পারে। পরিশেষে সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে

3

প্রয়োজন, তার দায়িত্ব হবে আমাকে সতর্ক করে দেয়া, যাতে আমি সঠিক পথে ফিরে আসতে পারি এবং ভুল সংশোধন করার সুযোগ পেয়ে যাই। আমীন। মুহাম্মদ ওসমান গনি

এতিম কে?
এতিম শব্দটি আরবি, যার অর্থ নি:সঙ্গ। একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটি মাত্র মুক্তা জন্ম নেয় তখন একে দুররে এতিম বা নি:সঙ্গ মুক্তা বলা হয়। ইবনু মন্জুর লিসানুল আরব অভিধানে বর্ণনা করেছেন।

اليتيم: ال>ذي يم>وت أب>وه ح>تى يبلغ الحلم، ف>إذا بلغ زال عنه اسم اليتيم، واليتيمة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت زال عنها اسم اليتيمة.
অর্থ: এতিম এমন বাচ্চাকে বলা হয় যার পিতা মারা গিয়েছে, বালেগ হওয়া অবধি সে এতিম হিসাবে গণ্য হবে, বালেগ হবার পর এতিম নামটি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর মেয়ে বাচ্চা বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত এতিম বলে গণ্য হবে বিয়ের পর তাকে আর এতিম বলা হবে না।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: বালেগ হওয়ার পর আর কেউ এতিম থাকে না। মেশকাত: পৃষ্ঠা নং ২৮৪
লিসানুল আরবে আরো বর্ণিত আছে যে, মানুষের মাঝে এতিম হয় পিতার পক্ষ থেকে আর চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে এতিম হয় মায়ের পক্ষ থেকে।
যে সন্তানের বাল্যকালে তার মাতা মারা যায়, কিন্তু পিতা বেঁচে থাকে তাকে এতিম বলা হবে না। এতিম প্রতিপালনের ফজিলত:

আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবিব, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেন এবং ছয় বছর বয়সে মা আমিনাকেও হারান। তারপর তার লালন পালনের দায়িত্ব নিলেন দাদা আব্দুল মুত্তালিব। কিন্তু তিনিও মাত্র দুই বছর পর এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। সে হিসাবে তিনি ছিলেন সর্বদিক দিয়েই এতিম। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآَوَى ﴿6﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴿7﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴿8﴾فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿9﴾ (الضحى:6-9)

অর্থ: তিনি কি আপনাকে এতিম রূপে পাননি? অত:পর আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অত:পর পথ প্রদর্শন করেছেন। আপনাকে পেয়েছেন নি:স্ব, অত:পর অভাবমুক্ত করেছেন। সুতরাং আপনি এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না। (সূরা দুহা: ৬-৯)

একদিকে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন এতিম, অপর দিকে এতিমরা হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ও অসহায়। তাই তাদের প্রতি আল্লাহর করুণা ও রহমত রয়েছে, বিধায় পবিত্র কোরআন ও হাদিসে এতিম প্রতিপালনে বিশেষ ফজিলত বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে তার কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে:

এক. এতিম প্রতিপালনে জান্নাতের উচ্চাসন লাভ হয়

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري.

অর্থ: সাহল বিন সা'দ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি ও এতিম প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। তিনি তর্জনী ও মধ্য

7

[illegible] [illegible] [illegible] [

দুই . এতিম প্রতিপালনে রিজিক প্রশস্ত হয় এবং রহমত ও বরকত নাজিল হয়।

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ. سنن أبي داود - (ج 7 / ص 162)

অর্থ : আবু দারদা রা . হতে বর্ণিত , তিনি বলেন , আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি , দুর্বল অসহায়দের আবেদনে আমাকে সাহায্য কর। তোমাদের দুর্বল - অসহায়দের কারণেই তোমরা সাহায্য ও রিজিক প্রাপ্ত হও। (আবু দাউদ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ. سنن ابن ماجه - (ج 11 / ص 75)

অর্থ : আবু হুরায়রা রা . হতে বর্ণিত , নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, মুসলিমদের ঐ বাড়ীই সর্বোত্তম যে বাড়ীতে এতিম রয়েছে এবং তার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়। সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ বাড়ী যে বাড়ীতে এতিম আছে, অথচ তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়। অত :পর তিনি তার আঙ্গুলির মাধ্যমে বললেন : আমি এবং এতিম প্রতিপালনকারী জান্নাতে এমনভাবে অবস্থান করব। (ইবনে মাজাহ)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধমাতা হালিমা বর্ণনা করেন যে , এতিম হওয়ার কারণে শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লালন পালন করার জন্য কেউ সম্মত

9

[illegible]
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ لَهُ إِنْ أَرَدْتَ تَلْيِينَ قَلْبِكَ فَأَطْعِمْ الْمِسْكِينَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ. مسند أحمد

[illegible]
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ أَوْ يَتِيمَةٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا لِلهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ. مسند أحمد - (ج 45 / ص 248)
[illegible]

উদ্দেশ্যে হাত বুলিয়ে দেয়, মাথার যত চুল দিয়ে তার হাতটি অতিক্রম করবে তার তত সওয়াব অর্জিত হবে। আর এতিমের প্রতি সে যদি ভাল ব্যবহার করে তাহলে এই দুই আঙ্গুলের ন্যায় সে এবং আমি জান্নাতে অবস্থান করব। রাসূলুল্লাহ তাঁর দুই আঙ্গুলকে মিলিয়ে দেখালেন। (মুসনাদে আহমদ)

৫. এতিম প্রতিপালন ও তাদের সান্ত্বনা দেয়ায় জান্নাত লাভ হয়

عن عمرو بن مالك رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ. مسند أحمد - (ج 39 / ص 25)

আমর বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মাতা পিতা মারা যাওয়া কোনো মুসলিম এতিমকে তাকে আল্লাহ তাআলা স্বাবলম্বী করা অবধি নিজ পানাহারে শামিল করে। ঐ ব্যক্তির জন্য অবশ্যই জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। (মুসনাদ আহমাদ : ৩৯/২৫)

11

৬. এতিম প্রতিপালনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায়

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ:جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَمأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَي فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتْ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنْ النَّارِ. رواه مسلم

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত , তিনি বলেন, এক অসহায় মহিলা তার দুই মেয়েকে নিয়ে আমার কাছে আসল। আমি তাকে তিনটি খেজুর খেতে দিলাম। সে দুই মেয়েকে একটি করে খেজুর দিলো। আর নিজে খাওয়ার জন্য একটি খেজুর তার মুখে উঠাল। অত :পর দুই মেয়ে ঐ খেজুরটি খেতে চাইল। সে খেজুরটি তাদের মধ্যে ভাগ করে দিল যেটি সে নিজে খেতে চেয়েছিল। তার এ অবস্থাটি আমাকে বিস্মিত করল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সে যা করেছে তা তুলে ধরলাম। তিনি বললেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এ কারণে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন অথবা তাকে একারণেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। (মুসলিম)

৭. এতিম প্রতিপালন করা জান্নাতী লোকদের স্বভাব

আল্লাহ তাআলার তাদের প্রশংসা করে বলেন :

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿8﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿9﴾ (الإنسان:8-9)

12

আহার্য্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত , এতিম ও বন্দীকে আহার্য্য দান করে এবং (তারা বলে) আমারা তোমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে খাদ্য প্রদান করি। অতএব তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান ও ধন্যবাদ চাইনা। (সূরা ইনসান : ৮)

এখানে জান্নাতিদের প্রাপ্ত নিয়ামতের কারণ উল্লেখ করে বলা হল যে, তারা দুনিয়াতে অভাবগ্রস্ত , এতিম ও বন্দিদের সাহায্য করত। তারা শুধু নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাহায্য দরিদ্র ও এতিমদেরকে দান করতো এমটি নয়। বরং নিজেদের প্রয়োজন সত্ত্বেও দান করে।

كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿17﴾ (الفجر:17)

না কখনই না। বস্তুত : তোমরা এতিমকে সম্মান করনা। (সূরা আল-ফজর: ১৭)

এ আয়াতে কাফিরদের একটি মন্দ স্বভাব বর্ণনা করে বলা হয়েছে , তোমরা এতিমদেরকে সম্মান কর না , তাদেরকে সম্মান না করার উদ্দেশ্য এই যে , তোমরা এতিমের প্রাপ্য আদায় কর না এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন কর না।

এ আয়াতে আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে , এতিমদের প্রাপ্য আদায় এবং তাদের ব্যয়ভার বহন করলেই তোমাদের মানবিক ও আল্লাহ প্রদত্ত ধন সম্পদের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন হয়ে যায় না , বরং তাদেরকে সম্মানও করতে হবে। অপর দিকে নিজেদের সন্তানদের মোকাবেলায় তাদেরকে হেয় মনে করা যাবে না।

নয়. আপনজনের মধ্য থেকে এতিম প্রতিপালনে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ হয়

13

عن سـلمان بن عـامر رضي الله عن النـبي صـلى الله عليه وسلم قال: إن الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِينِ صَـدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ، صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. سنن النسائي
[illegible]

[illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible]

إذا الرجل يأكل مال اليتيم ظلما يبعث يوم القيامة ولهب النار يخـرج من فيه ومن مسـامعه و من أذنيه وأنفه وعينيه يعـرف من رآه بأكل مال اليتيم.

يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا فقيل يا رسـول الله من هم ؟ قـال ألم تر أن الله يقـول : إن الـذين يأكلون أموال اليتمى ظلما... أخرج ابن أبى شيبة في مسنده

তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ভক্ষণ করে না। (ইবনে কাসীর)

عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري بي رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل لهم من يأخذ بمشافر هم ثم يجعل في أفواههم صخرا من النار يخرج من أسافلهم فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما.

আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন, যে রাতে আমাকে ভ্রমণ করানো হলো (অর্থাৎ ইসরার রাতে), সেথায় এমন এক সম্প্রদায়কে দেখলাম তাদের রয়েছে উটের ঠোটের ন্যায় ঠোট, যারা তাদের দায়িত্বে নিয়োজিত তারা ঐ লোকদের মুখের চোয়াল খুলে হা করাচ্ছে তারপর তাদের মুখ দিয়ে আগুনের পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে, আর সাথে সাথে পাথরগুলি তাদের মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জিবরাঈলকে বললাম, এরা করা? তিনি বললেন: এরা হচ্ছে এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারী। (ইবনে কাসীর)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ (الأنعام : 152)

আর তোমরা এতিম বয়:প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না। (সূরা আনআম: ১৫২)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (الإسراء: 32)

আর তোমরা এতিম বয়:প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায় ছাড়া তার সম্পদের নিকটবর্তী হয়োনা এবং

16

প্রতিশ্রুতি পালন কর। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। (সূরা ইসরা: ৩২) উপরোক্ত আয়তদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে, এতিম যদি পারিতোষিক অথবা উপঢৌকন হিসাবে কিছু সম্পদ প্রাপ্ত হয় তাহলে এতিমের অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে, সেসব মালেরও হিফাযত করা। এতিমের মৃত পিতা, দেশের সরকার কিংবা অন্য যে কেউ উক্ত অভিভাবক মনোনীত করুক না কেন, তার উপরই এতিমের মাল-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে। এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন সম্পর্কে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এতিমের মালের কাছেও যাবে না। অর্থাৎ এতে যেন শরিয়তবিরোধী অথবা এতিমদের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না হয়। এতিমদের মালের হেফাজত ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যাদের উপর অর্পিত হবে তাদের এ ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তারা শুধু এতিমের স্বার্থ দেখে ব্যয় করবে। এ কর্মধারা ততদিন অব্যাহত থাকবে যতদিন না এতিম যৌবনে পদার্পন করে নিজের মালের হিফাযত নিজেই করতে সক্ষম হবে। এর সর্বনিম্ন বয়স পনের বছর এবং সর্বোচ্চ আঠারো। কারণ এ বয়সের পূর্বে তার জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পত্তি সংরক্ষণের মত না হওয়াই স্বাভাবিক।
অবৈধ পন্থায় যে কোনো ব্যক্তির মাল খরচ করা জায়েয নয়। এখানে বিশেষ করে এতিমের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সে নিজে কোনো হিসাব নেয়ার যোগ্য নয় অন্যেরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে না। যেখানে মানুষের পক্ষ থেকে হক দাবী করার কেউ থাকে না সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে দাবী কঠোরতর

[illegible]

[illegible]:

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿2﴾ (النساء:2)

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿220﴾
[illegible]
إن رسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر! إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم
[illegible]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَـقَّ الضَّـعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَـرْأَةِ. سنن ابن ماجه - (ج 11 / ص 74)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِـيَ اللـهُ عَنْـهُ عَنْ النَّبِيِّ صَـلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَـاتِ قَـالُوا يَا رَسُـولَ اللـهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِـالْحَقِّ وَأَكْـلُ الرِّبَا وَأَكْـلُ مَـالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَـوْمَ الزَّحْـفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. صحيح البخاري - (ج 9 / ص 315)

أربعة حق على الله أن لا يـدخلهم الجنة ولا يـذيقهم نعيمها : مــدمن الخمر ، وآكل الربا ، وآكل مــال اليــتيم بغــير حق ، والعاق لوالديه » « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

তোমরা (বিশেষভাবে) পরিহার কর। সাহাবারা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি? তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শরিক করা, যাদু করা, মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সুদখাওয়া, এতিমের মাল ভক্ষণ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা ও সতী সাধ্বী মুমিন রমণীর সতীত্বের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া। (সহিহ বোখারি)

বর্ণিত আয়াত ও হাদিসগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এগুলোতে একদিকে এতিমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কারীদের প্রতি ব্যক্ত হয়েছে কঠিন হুশিয়ারি, অপর দিকে এতিমের প্রতি রয়েছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অশেষ রহমত ও করুণা। কেননা তারা হচ্ছে শেষ পর্যায়ের দুর্বল ও অসহায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ... (التحريم: 6)

হে ঈমানদার বান্দাগণ, তোমরা তোমাদের নিজদিগকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে বাঁচাও...। (সূরা তাহরীম: ৬)

এতিমদেরকে কীভাবে প্রতিপালন ও শিক্ষা দিব?

কাতাদাহ রহ. বলেন:

كن لليتيم كالأب الرحيم

এতিমের তরে তুমি দয়াবান পিতার ন্যায় হয়ে যাও। (ইবনে কাসীর: ৪/৬৭৬)

আমরা যারা এতিমের অভিভাবক হতে চাই এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জান্নাতে অবস্থান করতে ইচ্ছুক। অনুরূপভাবে যারা প্রসস্ত রিজিকের কামনা করি, তাদের উচিৎ পিতৃহারা অসহায় এতিমদেরকে নিজেদের সন্তানের মত লালন-পালন, শিক্ষা দিক্ষা ও জীবন গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। অতঃপর বয়ঃবৃদ্ধির সাথে

21

وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَـدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ. سنن الترمـذي - (ج 9 / ص 56) قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[illegible]
[illegible]
[illegible]

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، المعجم الكبير للطبراني - (ج 9 / ص 331)
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ، المعجم الكبير للطبراني - (ج 9 / ص 423)
[illegible]
واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك ، شعب الإيمان للبيهقي - (ج 20 / ص 463)
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

৩.তাদেরকে হারাম কাজোর ব্যাপারে সতর্ক করা, যেমন আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা, মৃত ব্যক্তির কাছে কিছু প্রার্থনা না করা, তাদের কাছে কোনো সাহায্য না চাওয়া ইত্যাদি। তাদেরকে ভাল করে বুঝিয়ে দেয়া যে, ওরা হচ্ছে সৃষ্টজীব, কোনো উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করার ক্ষমতা রাখেনা।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُـرُّكَ فَـإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿106﴾ (يونس: 106)

তুমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে না যা তোমার কোনো উপকার করতে পারে না। আর না তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারে। যদি তুমি তা কর তাহলে নিশ্চয়ই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা ইউনুস : ১০৬)

৪. এতিমের মা যদি বেঁচে থাকে তাহলে তার সাথে ভাল ব্যবহারের উৎসাহ প্রদান করা ।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَوَصَّـيْنَا الْإِنْسَـانَ بِوَالِدَيْـهِ حَمَلَتْـهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَـالُهُ فِي عَـامَيْنِ أَنِ اشْـكُرْ لِي وَلِوَالِـدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِـيرُ ﴿14﴾ وَإِنْ جَاهَـدَاكَ عَلى أَنْ تُشْـرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَـكَ بِـهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَـابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَـرْجِعُكُمْ فَـأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُـونَ ﴿15﴾ (لقمـان : 14-15)

আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো

25

জ্ঞান নেই , তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর অনুসরণ কর তার পথ যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব যা তোমরা করতে। (সূরা লুকমান : ১৪-১৫)

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لاطاعة لأحد في معصية االله، إنما الطاعة في المعروف.

আল্লাহর নাফরমানী করে কারো আনুগত্য নেই। আনুগত্য শুধু সৎ কাজে।

এতিমকে এ শিক্ষাও প্রদান করতে হবে যে , আল্লাহ তাআলা আসমানে রয়েছেন , তিনি আমাদের সব কিছু অবলোকন করছেন ও সব কিছুই শুনছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿5﴾ (طه : 5)

পরম দয়াময় আরশে সমাসীন রয়েছেন। (সূরা তাহা : ৫)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿11﴾ (الشورى : 11)

কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন সব দেখেন। (সূরা শুরা : ১১)

عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: ... وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا قَالَ ائْتِنِي بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ. صحيح مسلم - (ج 3 / ص 140

মুয়াবিয়া বিন হাকাম আসসুলামী রা . বলেন, আমার একজন দাসী ছিল সে উহুদ ও আল জাওয়ানীয়া

26

প্রান্তে আমার ছাগল চরাতো। একদিন আমি লক্ষ্য করলাম হঠাৎ একটি বাঘি তার ছাগপাল থেকে একটি ছাগল নিয়ে গেল। আমি যেহেতু আদম সন্তান, তাই তারা যেমন দু:খ করে, আমিও তেমনি দু:খিত হলাম। কিন্তু আমি তাকে একটা চড় মেরেছি। অত:পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলাম, তিনি বিষয়টি আমার নিকট অনেক বড় করে তুলে ধরলেন। আমি বললাম: তাহলে কি তাকে আজাদ করে দিব? তিনি বললেন: তাকে তুমি আমার কাছে নিয়ে আস। আমি তাই করলাম, তাকে তার কাছে নিয়ে আসলাম। তারপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: আল্লাহ কোথায়? সে বলল: আসমানে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? সে বলল: আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন: তাকে তুমি আজাদ করে দাও, কেননা সে মুমিন। (সহিহ মুসলিম)
এতিমকে ছোটকাল থেকেই নামাজ শিক্ষা দেয়া, নামাজের আরকান ও ওয়াজিবসহ তা কায়েম করাতে সচেষ্ট হওয়া। ধীর-স্থিরভাবে তা পালন করার নির্দেশ দেয়া, যাতে সে বড় হয়ে তা যথাযথভাবে পালন করতে অভ্যস্ত হয়। সাথে সাথে অজু গোসল, ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেয়া, যেমন আল্লাহভীরুতা, সত্যবাদীতা, আমানতদারী, ধৈর্য ও সুন্দর চরিত্রের প্রশিক্ষণ দিয়ে মিথ্যা, হিংসা, খিয়ানত, গিবত, চোগলখোরী ইত্যাদি থেকে বিরত রাখা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক সালামের আদব, খাওয়ার আদব, প্রস্রাব পায়খানার আদব ও অন্যান্য আদব শিক্ষা দেয়া।
এতিমরা সমাজ ও জাতিরই একটি অংশ। তাই শুধু এতিমের অভিভাবকের নয়, বরং সমাজের সকলেরই দায়িত্ব হল সঠিকভাবে তাদের প্রতিপালন ও

শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করা। কারণ সকলকে আল্লাহর সম্মুখে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি তারা সুন্দর ও সুচারু রূপে তাদেরকে প্রতিপালন করে তাহলে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব ও সৌভাগ্যবান হবে। আর যদি অবহেলা করে তাহলে দুর্ভাগা হবে এবং তাদের উপরই বর্তাবে এর কুফল, তাদেরকেই দিতে হবে এর মাসূল।

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

আর এতিমের তত্ত্বাবধানকারী যদি দরিদ্র হয় তাহলে এতিমের মাল থেকে তার প্রয়োজন পরিমাণ খরচ করতে পারবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا (النساء : 6)

যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে। যখন তাদের হাতে তাদের সম্পত্তি প্রত্যার্পণ করবে তখন তাদের উপর তোমরা সাক্ষী রাখবে। আর হিসাবগ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট। (সূরা নিসা : ৬)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ قَالَ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ .سنن أبي داود - (ج 8 / ص 64)

আমর ইবনে শুয়াইব হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা এবং তিনি তার দাদার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল : আমি দরিদ্র ব্যক্তি, আমার কিছুই নেই। আমার একজন এতিম রয়েছে। তিনি বললেন: তোমার এতিমের সম্পদ থেকে খাও, তবে নষ্ট ও অপব্যয় করবে না এবং মূলধন থেকেও খাবে না। (আবু দাউদ)

কারো কারো মতে উক্ত ব্যক্তির যদি কোনো সময় স্বচ্ছলতা আসে তাহলে সে এতিমের মাল হতে গ্রহণকৃত সম্পদ ফেরত দিবে। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে এতিমের মাধ্যমে তা হালাল করে নিবে।

ওমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة مال اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف »
)معرفة السنن والآثار للبيهقي - (ج 11 / ص 115)

32

[illegible]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (النساء : 3)

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (النساء : 127)

তারা তোমার কাছে নারীদের ব্যাপারে সমাধান চায়। বল, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে সমাধান দিচ্ছেন এবং সমাধান দিচ্ছেন ঐ আয়াতসমূহ যা কিতাবে তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয় এতিম নারীদের ব্যাপারে। যাদেরকে তোমরা প্রদান কর না যা তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, অথচ তোমরা তাদের বিবাহ করতে আগ্রহী হও। আর দুর্বল শিশুদের ব্যাপারে ও ইতিমদের প্রতি তোমাদের ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে। আর তোমরা যে কোনো ভালো কাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে পরিজ্ঞাত। (সূরা নিসা: ১২৭)

এতিমদের সরদার আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ, আবদুল ওয়াহাবের মেয়ে আমিনাকে বিয়ে করলেন। এই বিয়ের কয়েক মাস পর তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফর করলেন। অত:পর তিনি রাস্তায় অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করলেন।
এই সময় তার স্ত্রী আমিনা গর্ভবতী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। কারণ তার গর্ভের এই সন্তানটি কিছু দিন পরে এতিম অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করবে।
আমিনা যখন সন্তানটি প্রসব করলেন তখন তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব অত্যন্ত খুশী হলেন এবং তার নাম রাখলেন মুহাম্মদ। মক্কার প্রথা অনুযায়ী ধাত্রীরা ধনীদের সন্তানদেরকে দুধ পান করানোর উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসলো। যখনই কোনো মহিলা জানতে পারে যে, মুহাম্মদ একজন এতিম, তখন তাকে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারপর অন্য এমন সন্তান খোঁজে যার বাবা রয়েছে এবং ধনী, যাতে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ প্রদান করতে পারে। পরিশেষে হালিমা সাদিয়া আসলেন এবং এই এতিমকে গ্রহণ করলেন। পরিশেষে তিনি তার পরিবার-পরিজনের জন্য বরকতের কারণ হয়ে গেলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ পাঁচ বছর তার কাছে অবস্থান করলেন। তারপর তিনি তার মায়ের কাছে ফিরে আসলেন। মায়ের কোলে মাত্র অল্প দিন তিনি তার আদর-স্নেহ ও মমতার মাঝে বসবাস করতে পারলেন। তার বয়স যখন ছয় বছর, তখন তাঁর মা চির বিদায় নিলেন। এভাবেই তিনি শৈশব থেকেই মায়ের স্নেহ ও বাবার আদর থেকে বঞ্চিত হলেন, কিন্তু আল্লাহর দয়া ও করুণা তাঁকে কখনই ছেড়ে যায়নি। তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের 35

ব্যবস্থা আল্লাহ সহজ করে দিলেন। দাদা আব্দুল মুত্তালিব দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন এবং তাঁর সাথে সুন্দর ব্যবহার করলেন। কিন্তু তিনিও এর দুই বছর পর মৃত্যু বরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল আট বছর। অত :পর লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন চাচা আবু তালিব। তাঁর উপার্জন করার ক্ষমতা হওয়া পর্যন্ত তিনিই তার দেখাশুনা ও দায় দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তারপর তিনি মহান করুণাময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবুওয়ত প্রাপ্ত হলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন ,

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآَوَى ﴿6﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴿7﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴿8﴾ (الضحى : 6-8)

অর্থ : তিনি কি তোমাকে এতিম রূপে পাননি। অত :পর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথহারা , অত:পর পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি তোমাকে পেয়েছেন নি :স্ব , অত:পর অভাবমুক্ত করেছেন। (েসূরা দোহা : ৬-৮)

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় আল্লাহর বাণী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এতিম প্রতিপালন ও তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿9﴾ (الضحى : 9)

অর্থ : সুতারাং তুমি এতিমদের প্রতি কঠোর হবে না। (সূরা দোহা : ৯)

এতিমের গুপ্তধন

আল্লাহর আদেশে মূসা আলাইহিস সালাম খিজির আ :-এর সাথে ঘুরাফিরার জন্য সময় নির্ধারণ করলেন। যেখানে মূসা আ : এই সামান্য সময়ে খিজির আ : থেকে

36

[illegible]

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿82﴾ (الكهف : 82)

[illegible]

[illegible]

রান্না করা হচ্ছে এবং কান্না থেকে বিরত থেকে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে যায়। এ কথা শুনে ওমর বিন খাত্তাব রা. দু:খ পেলেন এবং কেঁদে ফেললেন। অত:পর অতিদ্রুত বাইতুল মালে আসলেন এবং সেখান থেকে কিছু আটা, খেজুর, ঘি, কাপড় ও কিছু দিরহাম সাথে নিয়ে খাদেমকে বললেন: এগুলো আমার ঘাড়ে উঠিয়ে দাও। খাদেম তাঁর পরিবর্তে নিজেই বহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাকে বললেন: না আমি নিজেই তা বহণ করব, কারণ আমি কিয়ামতের দিন তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব।
আমিরুল মুমিনীন বস্তাটি নিজেই ঘাড়ে করে বহণ করত: মহিলাটির বাড়ীতে পৌঁছলেন এবং নিজেই খাদ্য প্রস্তুত করলেন তারপর ছেলেগুলিকে পরিতৃপ্তি সহকারে খাইয়ে দিলেন।

এতিমের দুআ
কথিত আছে এক ব্যক্তি মদ্য পান ও গুনাহর কাজ করত। এক প্রচণ্ড শীতের রাতে রাস্তা দিয়ে চলতে ছিল। অত:পর দেখতে পেলো, একটি ছোট ছেলে ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাঁদছে ও প্রচণ্ড শীতের কারণে কাঁপছে। ছেলিটির সাথে সে কথাবর্তা বললো, পরিচয় নিয়ে জানতে পারল যে, সে একজন এতিম। তার দুরাবস্থা দেখে লোকটি প্রভাবিত হলো। সে ছেলেটিতে খানা খাইয়ে দিলো এবং নিজের পোষাক খুলে তাকে দিলো যাতে সে শীতের কষ্ট থেকে রক্ষা পায়। তারপর নিজ বাড়ীতে ফিরে আসলো এবং ঘুমিয়ে পড়লো। স্বপ্নে দেখলো যেন কেয়ামত উপস্থিত হয়েছে। মানুষ হিসাব নিকাশের জন্য দাড়িয়েছে, আর তার নিজের ব্যাপারে সে দেখছে যে, আজাবের ফেরেশতাগণ এসে তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের সামনে সে লাঞ্জিত ও অপমাণিত

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿11﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿12﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿13﴾ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿14﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿15﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿16﴾ (البلد : 11-16)

[illegible]

[illegible]

[illegible]